রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

WhatsApp: 01886608999 | Telegram: Al Quranic Ruqyah Healing

নতুন জাদুতে আক্রান্ত নাকি পুরনো জাদুর নবায়ন?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি কি জানেন যে, অনেক সময় আপনি জাদু থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেননি, বরং জাদুটি কেবল নবায়ন বা রিনিউ হয়েছে? নতুন জাদু (সাদামাটাভাবে নতুন করে আক্রান্ত হওয়া) এবং নবায়নকৃত জাদু (সাজানো বা রিনিউ করা জাদুর) মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অনেক মানুষই এতে প্রতারিত হন।

অনেকেই মনে করেন যে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন এবং কিছুদিন পর আবার নতুন কোনো জাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, পুরনো জাদুটি তখনও শরীরে বা তার আশেপাশে বিদ্যমান থাকে, যা কেবল নবায়ন করা হয় এবং পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নবায়নকৃত জাদুর লক্ষণ ও কারণ

নবায়নকৃত জাদুর মানে হলো আপনার আগের সেই পুরনো লক্ষণগুলোই আবার ফিরে আসা। অর্থাৎ, আগে যে ধরনের মানসিক চাপ, দুঃস্বপ্ন, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা, শরীরে ব্যথা, অলসতা, কাজে বাধা বা ওয়াসওয়াসা অনুভব করতেন, ঠিক সেগুলোই আবার ফিরে আসে। এই লক্ষণগুলো কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে, আবার কখনো অত্যন্ত শক্তিশালী রূপ ধারণ করে।

জাদু নবায়নের মূল কারণগুলো হলো:

১. জাদুকর নিজে থেকে জাদুটি নবায়ন করে দিচ্ছে।

২. যে ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করার জন্য জাদুকরের কাছে গিয়েছিল, সে নিয়মিত জাদুকরের সাথে যোগাযোগ রাখছে।

৩. আপনার সাথে নিযুক্ত কোনো শয়তান জিন প্রতিনিয়ত জাদুর প্রভাবকে তাজা করে দিচ্ছে।

৪. ঘুমের ঘোরে বারবার জাদুর খাবার খাওয়ানো (الإطعام المنامي)।

৫. ঘরের ভেতরে লুকানো কোনো জাদু বা আপনার চলাচলের রাস্তায় ছিটিয়ে রাখা জাদু (مرشوش) যার উপর দিয়ে আপনি প্রতিদিন পার হন।

৬. এমন কোনো তাবিজ বা জাদুর বস্তু যা এখনও নষ্ট করা হয়নি।

তাই সতর্ক থাকুন! যদি আপনার পুরনো লক্ষণগুলোই বারবার ফিরে আসে, তবে এটি সাধারণত নতুন কোনো জাদু নয়, বরং এটি আপনার পুরনো জাদুরই নবায়ন, যাকে এখনো মূল থেকে উপড়ে ফেলা হয়নি।

নতুন জাদু চেনার উপায়

অন্যদিকে, প্রকৃত "নতুন জাদু" হলে আপনার মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দেবে, যা আগে কখনো ছিল না। অর্থাৎ, ক্ষতির ধরনটি হবে নতুন এবং লক্ষণগুলোর মাঝে স্পষ্ট ও আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। তাই কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনি সুস্থ হওয়ার পর আবার নতুন জাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন (অথচ লক্ষণ আগের মতোই), তবে তার কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। মূল সমস্যা এখনো বিদ্যমান এবং তা বারবার নবায়ন হচ্ছে।

প্রতিকার এবং জাদুর নবায়ন বন্ধ করার উপায়

নবায়নকৃত জাদুর চিকিৎসার প্রধান শর্ত হলো নবায়নের মাধ্যমগুলোকে ধ্বংস করা। এর জন্য সঠিক রুকইয়াহ প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বপ্নের ঘোরে জাদুর খাবার বন্ধ করতে হবে। পুরো ঘরকে ভালোভাবে প্রোটেকশন দিতে হবে, ঘর পরিষ্কার করতে হবে এবং ঘরে কোনো জাদু লুকানো থাকলে বা ছিটানো থাকলে রুকইয়াহ করা পানি দিয়ে তা নষ্ট করতে হবে। নিয়মিত রুকইয়াহ ও আমল চালিয়ে যেতে হবে।

জাদুর নবায়ন বন্ধ করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী এবং শক্তিশালী একটি কোরআনিক আমল হলো সূরা ইয়াসিনের ৯ নম্বর আয়াত পাঠ করা।

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

অর্থ: "আমি তাদের সামনে প্রাচীর দিয়েছি এবং তাদের পেছনেও প্রাচীর দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদের দৃষ্টি ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।" (সূরা ইয়াসিন: ৯)

আমলের নিয়ম: এই পবিত্র আয়াতটি সম্ভব হলে ১০০ বার এক গ্লাস পানিতে পড়ে ফুঁ দিন এবং সেই পানি পান করুন। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে এই আমলটি অত্যন্ত চমৎকার ফল দেয়। আল্লাহর রহমতে এটি শরীরের ভেতরে থাকা জাদুতে যেকোনো ধরনের নবায়ন বা শয়তানের সাহায্য পৌঁছানোর পথকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়।

পরিশেষে, একজন রোগী হিসেবে আপনি নিজেই আপনার লক্ষণগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। যদি লক্ষণগুলো পূর্বের মতোই হয় (হয়তো ৮০-৯০% কমে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসেছে), তবে তা জাদুর নবায়ন। আর নতুন জাদুর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দুঃস্বপ্ন এবং নতুন শারীরিক সমস্যা তৈরি হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

আপনি যে সমস্যাগুলো থেকে বের হতে চান অথবা যে রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে চান সেই সমস্যা ও রোগ গুলোকে ১, ২, ৩, এভাবে নাম্বার দিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথমে নোট ডাউন করে নিবেন। পরবর্তীতে এক নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য একদিন ৩০ মিনিট আপনি নিজেই রুকইয়াহ করবেন, দ্বিতীয় নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য দ্বিতীয় দিন ৩০ মিনিট রুকইয়াহ করবেন। তৃতীয় দিন তৃতীয় সমস্যা বা রোগটির জন্য, চতুর্থ দিন চতুর্থ সমস্যা বা রোগের জন্য। এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী...

নিজেই নিজের রুকইয়াহ করার নিয়ম

"হে আল্লাহ আমার **জাদু, জাদুর নবায়ন (তাজদীদ), এবং এর ফলে সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলোর** সাথে সম্পৃক্ত সকল বদনজর, হাসাদ, সেহের, জ্বীন, শরীরের ভিতরে ও বাইরে থাকা শয়তান জ্বীন ও তাদের সকল প্রভাবকে আপনি ধ্বংস করে দিন"

উপরের এই বাংলা দোয়াটি ১৫ মিনিট পাঠ করবেন। আর বাকি ১৫ মিনিট সূরা ফাতিহা, ফালাক এবং নাস পাঠ করবেন।

এভাবে বাংলা ১৫ মিনিট দোয়া এবং ১৫ মিনিট কুরআনের আয়াত পাঠ করে মোট ৩০ মিনিট রুকইয়াহ শেষ করার পর পানি, মধু, গোলাপজল, অলিভ অয়েল, সিদর পাতা, এগুলোতে ফুঁ দিয়ে মিশিয়ে ফুঁ দিবেন।

এরপর করার ফলে আপনার নিজের রুকইয়াহও হলো আবার সাথে সাথে আপনার পড়া পানি, পড়া মধু, পড়া তেল ইত্যাদি সব সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে গেল।

সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করার নিয়ম

আপনি রুকইয়াহ করে যে পড়া পানি তৈরি করেছেন সেখান থেকে আধা লিটার পড়া পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো এবং স্বাদ মতো লেবুর রস, মধু, সিদর পাতা মিশিয়ে শরবত বানিয়ে পুরোটা খেয়ে আপনার জন্য সাপোর্টিভ রুকইয়াহ অ্যাক্টিভ করবেন।

সাজেস্টেড অডিও: সিহর বা জাদুর রুকইয়াহ, আয়াতুল কুরসি, এবং সূরা বাকারা।

রুকইয়াহ গোসল করবেন সপ্তাহে ১ দিন

গোসলের নিয়ম: এক বালতি গোসলের পানি নিন। তাতে ১ লিটার পড়া পানি, এক চামচ পিঙ্ক সল্ট, ১০-১৫ চামচ গোলাপজল এবং ১ থেকে ৩ চামচ অলিভ অয়েল এবং সাতটি সিদর পাতা বেটে পেস্ট করে পানিতে মিশিয়ে ফেলুন।

এরপর এই ১ বালতি পানি থেকে আরেক বালতি পানি আপনার মাথার উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢালবেন এবং পুরো শরীর ম্যাসাজ করবেন। পরবর্তীতে নরমাল ফ্রেশ পানি দিয়ে গোসল করে শরীর পরিষ্কার করে নিবেন।

পড়া অলিভ অয়েল ব্যবহার করবেন

গোসলের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে পুরো শরীরে পড়া অলিভ অয়েল মেখে নিবেন। বিশেষ করে আপনার শরীরের যে সকল জায়গায় ব্যথা করে, জ্বালাপোড়া করে এবং ফুসকুড়ি সেসব স্থানে ঐ পড়া অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করবেন।

পড়া পানি দিয়ে মুখ ধোবেন / স্প্রে করবেন

যখন আপনার বাসায় স্প্রে করবেন, তখন ঐ পানি দিয়ে স্প্রে করা হবে এবং পড়া পানি মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে বাসার ফ্লোর মুছে নিবেন। একটি স্প্রে বোতলে পড়া পানি এবং সুগন্ধি ছাড়া এমন আতর মিশিয়ে বাসায় স্প্রে করবেন।

আমল

সূরা কফ ৩ বার রাতে, সকালে সূরা ইয়াসিন, সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া।

সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ করবেন

নিয়মিত মাসনুন আমল করার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ আদায় করবেন।

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত | আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

```
```